



চেতার নোটিশ

প্রধান প্রকৌশলীর দণ্ডন
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা-১০০০

মেমো নং: প্রকৌশ/বিদ্য/২৬৯(২)

তারিখ: ৩০-০৩-২০১০

ক্রঃ নং	কাজের নাম	চেতার ডকুমেন্টস বিভিন্ন শেষ তারিখ	চেতার বক্স বক্সের তারিখ ও সময়	চেতার খোলার তারিখ ও সময়	প্রয়োজনীয় তথ্য সংহারের স্থান
ক)	শিবৰাট্টি এলাকাত্ত ৬নং টিনসেড কোয়ার্টারে পৃথক মিটার স্থাপন।	১৯-০৪-২০১০ অফিস চলাকালীন সময় পর্যন্ত	২০-০৪-২০১০ দুপুর ১২-০০টা	২০-০৪-২০১০ দুপুর ১২-০০মিঃ	প্রধান প্রকৌশলীর দণ্ডন, নোটিশ বোর্ড, চার্চিং।

নির্বাচী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জিডি-১৫৫১

তারিখ: ৩০-০৩-২০১০



বাংলাদেশ অভ্যন্তরীন নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ

বন্দর ও পরিবহন বিভাগ

১৪১-১৪৩, মতিকিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।

নং-পপ/বন্দর/পরিবেশ/৩৫/

তারিখ:-

বিজ্ঞপ্তি

প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মানবুন্নয়ন, পরিবেশ দৃশ্য নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমন এবং টেকসই পরিবেশ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ ও পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ মোতাবেক বৃত্তিগত, তুরাগ, বালু ও শীতলক্ষ্য নদী এবং নদীগুলোর উভয় তীরের ক্ষেত্রের (তীরভূমি) এলাকাসমূহকে প্রতিবেশগত সংকটপ্রাপ্ত এলাকা (Ecologically Critical Area) হিসেবে ঘোষণ করা হয়েছে।

বৃত্তিগত, তুরাগ, বালু এবং শীতলক্ষ্য এ চারটি নদী এবং নদীগুলোর ফোরশোরে নিম্নলিখিত কার্যাবলী নিষিদ্ধ করা হয়েছে:

- নদীসমূহের চাপাপোরে বাসাবাট্টি, শিল্পপ্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পয়ঃপূর্ণাঙ্গী সৃষ্টি বর্জন ও তরল বর্জন নির্মান;
- মাটি, পানি, বায়ু এবং শব্দসম্পর্কারী শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন;
- মাছ এবং অন্যান্য জলজ প্রাণীর ক্ষতিকারক যে কোন প্রকার কার্যাবলী;
- প্রাণী ও উদ্ভিদের আবাসস্থল ধ্বনি বা স্থাপিকারী সকল প্রকার কার্যকলাপ;
- ভূমি ও পানির প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য নষ্ট/পরিবর্তন করতে পারে এমন সকল কাজ;
- নদীতে বসবাসকারী জলজ প্রাণী ধরা বা সংগ্রহ;
- সকল প্রকার শিকার।

বন্দর আইন, ১৯৮০ এবং বন্দর বিধি, ১৯৬৬ মোতাবেক নদী এবং নদীর ফোরশোর (তীরভূমি) তে অনন্মোদিতভাবে কোনোর স্থাপন নির্মাণ, মাটি/বালু খনন, মাটি/বালু/বর্জন দ্বারা তুরাট করা উচ্ছেদযোগ্য ও দণ্ডনীয় অপরাধ।

এমতাবস্থায়, নদীর নাবাতা বজায় রাখা, নৌ-যান চলাচল নির্বিচ্ছিন্ন রাখা, নদী ও নদীর তীরভূমি তরাইমুক্ত রাখা এবং পরিবেশ দূন রোধকল্প ঢাকা ও টঙ্গী নদী বন্দরের নিয়ন্ত্রণাধীন বৃত্তিগত, তুরাগ ও বালু নদী এবং নারায়ণগঙ্গ নদী বন্দরের নিয়ন্ত্রণাধীন শীতলক্ষ্য নদীর ফোরশোর (তীরভূমি) তে অনন্মোদিতভাবে কোনোর স্থাপন নির্মাণ, মাটি/বালু খনন, মাটি/বালু/বর্জন দ্বারা তুরাট এবং এসকল নদী হতে অবেদনভাবে মাটি/বালু উত্তোলন কার্যক্রম থেকে বিরত থাকার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে। নির্ধারিত নদী বন্দর সীমার মধ্যে ইতোমধ্যে অনন্মোদিতভাবে নির্মিত সকল আবেদন সরিয়ে নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সতর্ক করা হচ্ছে; অন্যথায় উক্ত স্থাপন উচ্ছেদসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরক্তি করা হচ্ছে।

প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মানবুন্নয়ন, পরিবেশ দৃশ্য নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমন এবং টেকসই পরিবেশ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ মোতাবেক বৃত্তিগত, তুরাগ, বালু ও শীতলক্ষ্য নদী এবং নদীগুলোর উভয় তীরের ক্ষেত্রের (তীরভূমি) এলাকাসমূহকে প্রতিবেশগত সংকটপ্রাপ্ত এলাকা (Ecologically Critical Area) হিসেবে ঘোষণ করা হচ্ছে।

প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মানবুন্নয়ন, পরিবেশ দৃশ্য নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমন এবং টেকসই পরিবেশ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ মোতাবেক বৃত্তিগত, তুরাগ, বালু ও শীতলক্ষ্য নদী এবং নদীগুলোর উভয় তীরের ক্ষেত্রের (তীরভূমি) এলাকাসমূহকে প্রতিবেশগত সংকটপ্রাপ্ত এলাকা (Ecologically Critical Area) হিসেবে ঘোষণ করা হচ্ছে।

প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মানবুন্নয়ন, পরিবেশ দৃশ্য নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমন এবং টেকসই পরিবেশ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ মোতাবেক বৃত্তিগত, তুরাগ, বালু ও শীতলক্ষ্য নদী এবং নদীগুলোর উভয় তীরের ক্ষেত্রের (তীরভূমি) এলাকাসমূহকে প্রতিবেশগত সংকটপ্রাপ্ত এলাকা (Ecologically Critical Area) হিসেবে ঘোষণ করা হচ্ছে।

প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মানবুন্নয়ন, পরিবেশ দৃশ্য নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমন এবং টেকসই পরিবেশ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ মোতাবেক বৃত্তিগত, তুরাগ, বালু ও শীতলক্ষ্য নদী এবং নদীগুলোর উভয় তীরের ক্ষেত্রের (তীরভূমি) এলাকাসমূহকে প্রতিবেশগত সংকটপ্রাপ্ত এলাকা (Ecologically Critical Area) হিসেবে ঘোষণ করা হচ্ছে।

প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মানবুন্নয়ন, পরিবেশ দৃশ্য নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমন এবং টেকসই পরিবেশ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ মোতাবেক বৃত্তিগত, তুরাগ, বালু ও শীতলক্ষ্য নদী এবং নদীগুলোর উভয় তীরের ক্ষেত্রের (তীরভূমি) এলাকাসমূহকে প্রতিবেশগত সংকটপ্রাপ্ত এলাকা (Ecologically Critical Area) হিসেবে ঘোষণ করা হচ্ছে।

প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মানবুন্নয়ন, পরিবেশ দৃশ্য নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমন এবং টেকসই পরিবেশ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ মোতাবেক বৃত্তিগত, তুরাগ, বালু ও শীতলক্ষ্য নদী এবং নদীগুলোর উভয় তীরের ক্ষেত্রের (তীরভূমি) এলাকাসমূহকে প্রতিবেশগত সংকটপ্রাপ্ত এলাকা (Ecologically Critical Area) হিসেবে ঘোষণ করা হচ্ছে।

প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মানবুন্নয়ন, পরিবেশ দৃশ্য নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমন এবং টেকসই পরিবেশ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ মোতাবেক বৃত্তিগত, তুরাগ, বালু ও শীতলক্ষ্য নদী এবং নদীগুলোর উভয় তীরের ক্ষেত্রের (তীরভূমি) এলাকাসমূহকে প্রতিবেশগত সংকটপ্রাপ্ত এলাকা (Ecologically Critical Area) হিসেবে ঘোষণ করা হচ্ছে।

প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মানবুন্নয়ন, পরিবেশ দৃশ্য নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমন এবং টেকসই পরিবেশ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ মোতাবেক বৃত্তিগত, তুরাগ, বালু ও শীতলক্ষ্য নদী এবং নদীগুলোর উভয় তীরের ক্ষেত্রের (তীরভূমি) এলাকাসমূহকে প্রতিবেশগত সংকটপ্রাপ্ত এলাকা (Ecologically Critical Area) হিসেবে ঘোষণ করা হচ্ছে।

প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মানবুন্নয়ন, পরিবেশ দৃশ্য নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমন এবং টেকসই পরিবেশ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ মোতাবেক বৃত্তিগত, তুরাগ, বালু ও শীতলক্ষ্য নদী এবং নদীগুলোর উভয় তীরের ক্ষেত্রের (তীরভূমি) এলাকাসমূহকে প্রতিবেশগত সংকটপ্রাপ্ত এলাকা (Ecologically Critical Area) হিসেবে ঘোষণ করা হচ্ছে।

প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মানবুন্নয়ন, পরিবেশ দৃশ্য নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমন এবং টেকসই পরিবেশ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ মোতাবেক বৃত্তিগত, তুরাগ, বালু ও শীতলক্ষ্য নদী এবং নদীগুলোর উভয় তীরের ক্ষেত্রের (তীরভূমি) এলাকাসমূহকে প্রতিবেশগত সংকটপ্রাপ